মিসরে ফের সংঘাত সংঘর্ষে নিহত ২ আহত ৬ শতাধিক

তাহরির স্কয়ার আবারও বিক্ষোভকারীদের দখলে

ইনকিলাব ডেস্ক : মিসরের রাজধানী কায়রোসহ তিনটি শহরে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং ছয় শতাধিক লোক আহত হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে। হোসনি মোবারকের পদত্যাগের পর দেশটিতে জাতীয় নির্বাচনের আগে গত শনিবার বড় ধরনের এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। গত ফেব্রুয়ারিতে গণআন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগের পর সামরিক শাসকেরা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেন। জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর করে সরে যাওয়ার কথা থাকলেও তারা এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ না নেওয়ায় মিসরের জনগণ আবারও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। গত শনিবার ক্ষুব্ধ জনগণ আমরা এ শাসনের অবসান চাই বলে শ্লোগান দিতে থাকে। এ সময় পুলিশ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে রাবার বুলেট ও কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট। বিক্ষোভকারীরাও পাল্টা পুলিশকে লক্ষ্য করে ফুটপাত ভেঙে সিমেন্টের টুকরো ছুড়ে মারেন এবং এর মধ্য দিয়ে বিক্ষোভকারীরা কায়রোর তাহরির স্কয়ারের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেন। তাহরির স্কয়ারে সমবেত বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে থেকে তাদের লক্ষ্য করে একের পর এক গুলি চালায়। সালেহ সাঈদ নামের এক ব্যক্তি জানান, জনতা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ পালনকালে পুলিশ ২০টি ট্রাক চালিয়ে জোরপূর্বক বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তিনি বলেন, এখন হাজার হাজার মিসরীয় তাহরিরে বিক্ষোভ করছেন। আমরা দুর্নীতিগ্রস্ত অন্তর্বর্তী সরকার বা সেনাশাসন কোনোটিই চাই না। আগামী ২৮ নভেম্বর ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু চলমান এ সহিংসতা আরও ছড়িয়ে পড়লে নির্বাচনে তা বিঘ্ন ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে মিসরের এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থাই নিয়েছে। অন্যদিকে বিক্ষোভকারীরা বলছেন, শান্তিপূর্ণভাবে পালিত তাদের এ কর্মসূচিকে বিঘ্নিত করতে পুলিশ নির্মম কৌশল অবলম্বন করেছে। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা মেনা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর মুখপাত্রের বরাত দিয়ে জানায়, কায়রোর এই সংঘর্ষে ৬৭৬ জন আহত ও আহমেদ মাহমুদ নামে ২৩ বছর বয়সী এক বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছে। এ ছাড়া আলেকজান্দ্রিয়ায় নিহত হয়েছে আরেকজনন।

এদিকে বিক্ষোভের সমর্থনে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হাজেম সালাহ আবু ইসমাইল গতকাল (রোববার) একদল বিক্ষোভকারীকে বলেছেন, আমি তোমাদের বলছি তোমরা এই স্কয়ার ছাড়বে না। এখন থেকে এই স্কয়ারই এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবে। ভবিষ্যতে পুরো মিসর তোমাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করবে।

পর্যবেক্ষকরা বলছেন, গণআন্দোলনে হোসনি মোবারক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর জাতীয় নির্বাচনের আগে গত শনিবারই সবচেয়ে বড় সংঘাত হলো। তাহরির স্কয়ারসহ কয়েকটি স্থানে গত শুক্রবার থেকেই বিক্ষোভ চলছে। এ বছরের শুরুতে প্রবল গণআন্দোলনে মোবারকের পতন হলে সামরিক কর্মকর্তারাই অন্তর্বর্তী শাসক হিসেবে এদেশ পরিচালনায় রয়েছেন। নির্বাচন দিয়ে তাদের সরে যাওয়ার দাবিতে সেনাশাসকের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে জনতা। রাজধানী কায়রোর তাহরির স্কয়ারের পাশাপাশি আরও কটি শহরে বিক্ষোভ চলছে। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের হটিয়ে দিতে কাঁদানে গ্যাস ছুড়লে সংঘাত বেধে যায়। এরপর পুলিশ রবার বুলেট ছুড়লে সহিংসতা আরো বাড়ে। গত ফেব্রুয়ারির হোসনি মোবারকবিরোধী বিক্ষোভের মতো জনতা এবারও তাহরির স্কয়ার নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। তারা শ্লোগান দিচ্ছে- আমরা দুর্নীতিপরায়ণ সরকার কিংবা সেনাশাসন কোনোটিই চাই না। আল জাজিরা জানায়, গত শনিবার রাতেও বিক্ষোভকারীদের ওপর দাঙ্গা পুলিশের হামলা অব্যাহত ছিল। কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, পুলিশ বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের এক ক্যামেরাম্যান জানান, পুলিশ তিন জনকে গ্রেফতার করেছে।

এদিকে দাঙ্গা পুলিশ তাহরির স্কয়ারের অবস্থানকারীদের তাঁবু ছিঁড়ে ফেলে এবং চেয়ার ও অন্যান্য জিনিসপত্র সরিয়ে ফেলে। বিক্ষোভকারীদের উচ্ছেদ করতে পুলিশ রাবার বুলেট ও টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে। কিন্তু বিক্ষোভকারীরা তাদের অবস্থান থেকে সরেনি। আব্দুল মোহসেন নামের একজন প্রকৌশলী আল জাজিরাকে জানান, টুইটারের মাধ্যমে তিনি এই আন্দোলনে যোগ দেয়ার আমন্ত্রণ পান। তিনি আরো জানান, পুলিশের আচরণ মানবতাবিরোধী। তার চোখের সামনেই তার বন্ধু রাবার বুলেটে আহত হয়েছেন। অপর একজনের মাথায় পুলিশ আঘাত করেছে। তিনি আরও বলেন, সহিংসতাই সহিংসতা বাড়াচ্ছে। এ সব দেখে আমরা ক্লান্ত। কিন্তু আমরা ঘরে ফিরব না। দাবি আদায় করেই তাহরির স্কয়ার ত্যাগ করব।

বিশেষ সাক্ষাৎকারে মাহাথির

পরমাণু কর্মসূচিতে ইরানের বিচ্যুতির কোনো প্রমাণ পশ্চিমাদের কাছে নেই

ইনকিলাব ডেস্ক : ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সামরিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে বলে পশ্চিমাদের প্রচারণা নাকচ করে দিয়েছেন মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মাদ। তিনি বলেছেন, ইরানের পরমাণু কর্মসূচি যে তার লক্ষ্য পরিবর্তন করেছে– এমন কোনো প্রমাণ পশ্চিমাদের কাছে নেই। ইরানের বার্তা সংস্থা ইরনাকে দেয়া এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মাহাথির মোহাম্মাদ এসব কথা বলেন। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট।

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী আরো বলেছেন, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থা বা আইএইএ'র যেসব কর্মকর্তা ইরানের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আনছেন তারা কেউই তা প্রমাণ করতে পারবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধকামী নীতির তীব্র সমালোচনা করে মাহাথির মোহাম্মাদ বলেন, ওয়াশিংটন ইরাকের বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ এনেছিল কিন্তু তারা তা প্রমাণ করতে পারেনি। ইরান পরমাণু অস্ত্র বানানোর চেষ্টা করছে বলে সম্প্রতি আইএইএ প্রতিবেদন প্রকাশ করে এবং গত শুক্রবার তেহরানের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব পাস করেছে। ওই প্রস্তাবে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আইএইএ। সংস্থাটি এ বিষয়ে দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ইরান এবং আইএইএ'র মধ্যে সংলাপ অনুষ্ঠানের আহ্বান জানিয়েছে। তবে, ইরান ওই প্রতিবেদনকে ভিত্তিহীন এবং ভারসাম্যহীন বলে নাকচ করেছে। ইরান বরাবর বলে আসছে, পরমাণু বিস্তাররোধ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে তাদের সব ধরনের বেসামরিক পরমাণু কর্মসূচি পরিচালনার অধিকার রয়েছে। এদিকে, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আই এ ই এ-তে নিযুক্ত ইরানের প্রতিনিধি আলী আসগর সুলতানিয়েহ এ সংস্থার মহাপরিচালকের ইরানবিরোধী প্রতিবেদনের কঠোর সমালোচনা করেছেন। তিনি ওই সংস্থার মহাপরিচালক ইউকিয়ো আমানোকে আচরণ পরিবর্তনের পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, আমানো তার নুতন প্রতিবেদনে ঐতিহাসিক ভুল করেছেন। সুলতানিয়েহ বলেছেন, দুঃখজনকভাবে আমানো মার্কিন সরকারের চাপের মুখে আই এ ই এ'র জোট নিরপেক্ষ ব্লকের ১০০ সদস্য রাষ্ট্রের পরামর্শ, এমনকি চীন ও রাশিয়ার পরামর্শকেও গুরুত্ব দেননি। আমানোর পক্ষপাতমূলক আচরণের কারণে আই এ ই এ'র সদস্য দেশগুলোর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কথা তুলে ধরে তিনি বলেছেন, ইরানের প্রতি জোটনিরপেক্ষ ১০০ দেশের সমর্থনের পাশাপাশি আমানোর তৎপরতার বিরুদ্ধে এই ১০০টি দেশের প্রতিবাদের রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক বার্তা সুস্পষ্ট। গত আট বছরে ইরানের পরমাণু কর্মসূচিতে বিচ্যুতি থাকার কোনো প্রমাণ কেউ দেখাতে পারিনি। এছাড়া আমানো গঠনমূলক সহযোগিতার পথকে বিচ্যুত করেছেন বলে সুলতানিয়ে মন্তব্য করেছেন। আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার মহাপরিচালক ইউকিয়ো আমানো সম্প্রতি এক প্রতিবেদনে ইরানের পরমাণু কর্মসূচির মধ্যে সামরিক তৎপরতাও থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করেছেন। আর ওই প্রমাণবিহীন আশঙ্কা তুলে-ধরা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আই এ ই এ-তে নিযুক্ত মার্কিন, বৃটিশ ও ফরাসি প্রতিনিধি ইরানের পরমাণু বিষয়ে সংস্থাটির গভর্নিং বডি বা নির্বাহী পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে।

প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিযোগের জবাব দিতে

যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হাক্কানির ওয়াশিংটন ত্যাগ

ইনকিলাব ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানী রাষ্ট্রদূত হুসেইন হাক্কানিকে দেশে ডেকে পাঠানোর পর তিনি গত শনিবার ইসলামাবাদের উদ্দেশে ওয়াশিংটন ত্যাগ করেছেন। প্রেসিডেন্ট জারদারি পাকিস্তানী বংশোদ্ভূত আমেরিকান নাগরিক মানজুর ইজাজের মাধ্যমে তৎকালীন মার্কিন সেনাপ্রধান মাইক মুলেনের কাছে যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সে বিষয়ে অবস্থান ব্যাখ্যা করতে হাক্কানিকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। গত ১০ অক্টোবর পাকিস্তানের ফিনান্সিয়াল টাইমস ইজাজ মানজুরের উদ্ধৃতি দিয়ে ঘটনাটি ফাঁস করে দেয়। পত্রিকাটিকে তখন ইজাজ জানিয়েছিলেন, সিনিয়র পাকিস্তানী কূটনীতিক তাকে মে মাসে টেলিফোন করে বলেছিলেন, প্রেসিডেন্ট জারদারি পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থাকে পাশ কাটিয়ে হোয়াইট হাউজের কাছে একটি বার্তা পাঠাতে চান। তিনি আশঙ্কা করছেন দেশে সামরিক অভ্যুত্থান আসন্ন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মার্কিন সেনাপ্রধানের ডেস্ক থেকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ জরুরি। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট।

তবে ওই চিঠির ব্যাপারে হাক্কানি কিছুই জানেন না দাবি করে একটি সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইটে জানিয়েছেন, তিনি তার মাতৃভূমিতে ফিরে আসছেন। পাকিস্তান সরকার এ খবর নিশ্চিত করেছে বলে ডন অনলাইন জানিয়েছে।

এদিকে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রেহমান মালিক শনিবার ইসলামাবাদে বলেছেন, হুসেইন হাক্কানির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিশ্বাসঘাতকতার মামলা করার চিন্তা করছে না সরকার। তিনি আরো বলেছেন, কিছু উড়োচিঠির ওপর ভিত্তি করে ইসলামাবাদ কোন ব্যবস্থা নিতে চায় না। প্রসঙ্গত রাষ্ট্রদূত হাক্কানিকে জারদারির খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পাকিস্তানের বেসামরিক সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জটিল এবং সদা পরিবর্তনশীল সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।

আফগানিস্তানের লয়া জিরগার ঘোষণা

অপরাধী মার্কিনীদের আফগান আইনে বিচার হবে

ইনকিলাব ডেস্ক : আফগানিস্তানে মার্কিন দখলদার বাহিনীকে জনসাধারণ কোনোভাবে বরদাস্ত করতে রাজি নয়। এমন কী যারা মধ্যপন্থী কিংবা কিছুটা আফগান সরকার ঘেষা তারাও মার্কিন বাহিনীর হস্তক্ষেপ দেখতে চায় না। এই বিষয়টি প্রকাশ হলো লয়া জিরগার ঘোষণাপত্রে। কাবুলে একনাগাড়ে ৪ দিনের লয়া জিরগার বৈঠক শেষ হয়েছে। এই বৈঠক শেষে লয়া জিরগা যে ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে তাতে বলা হয়েছে, ন্যাটো বাহিনী কিংবা মার্কিন বাহিনী রাতের বেলায় কোনো অভিযান চালাতে পারবে না। সাধারণ মানুষ এই বিষয়টির বিরোধিতা করছে। যদি কোনো দেশ আফগানিস্তানে হামলা করে তা হলে যুক্তরাষ্ট্রকে অবশ্যই আফগানিস্তানের পক্ষে দাঁড়াতে হবে। সে সময়ে আফগানীদের সহযোগিতা করতে হবে আন্তরিকভাবে। ঘোষণাপত্রে আরো বলা হয়েছে, যদি কোনো মার্কিন নাগরিক আফগানিস্তানে কোনো ধরনের অপরাধ করে, হতে পারে তা ছিনতাই কিংবা হত্যা তা হলে অবশ্যই তার আফগান আইনের আওতায় বিচার করা হবে। ঘোষণাপত্রে আরো বলা হয়েছে, শান্তি স্থাপনের জন্য তালিবান যোদ্ধাদের সঙ্গে শান্তি আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এ ছাড়া লয়া জিরগায় সে দেশে স্থায়ী মার্কিন ঘাঁটি নির্মাণের বিরোধিতা করা হয়েছে। আফগানিরা তাদের মাটিতে কোনোভাবে মার্কিন ঘাঁটি স্থাপন করতে দেবে না। সূত্র: ইন্টারনেট

২০০১ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোবাহিনী তালিবান নির্মূল অভিযান শুরু করে। মার্কিন বাহিনী অতি কঠিনভাবে তালিবান নির্মূলের অজুহাতে হাজার হাজার আফগান নারী শিশু যুবক ও বৃদ্ধকে নৃশংস উপায়ে হত্যা করে। বিধ্বস্ত করে অসংখ্য আবাসিক ঘরবাড়ি, ব্যবসা কেন্দ্র, পশুখামার এবং আফগানিস্তানের ঐতিহাসিক স্থাপনা ও ঐতিহ্যের স্মারক জাদুঘর। লাখ লাখ মানুষ হয়েছে তাতে ঘরবাড়ী ছাড়া। তারা আশ্রয় নিয়েছে কয়েকটি প্রতিবেশী দেশে। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন জনপদের হয়েছে মারাত্মক ক্ষতি। মার্কিন বাহিনী বেসামরিক লোকদেরও হত্যা করছে নির্বিচারে। কিন্তু মুক্তিকামী আল কায়েদা ও তালিবান যোদ্ধাদের তারা দমন করতে পারেনি। নানা ধরনের কূটকৌশল প্রয়োগ করেও বিশ্বের সেরা ও শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এখন চোখে

সর্ষের ফুল দেখছে। বিদেশী শক্তিগুলো আফগানিস্তানে তাদের সেনাদের জীবন বিপন্ন করিয়ে সেখানে অবস্থান করাতে রাজি নয়। বুশ এবং ওবামার নীতি ও কৌশল ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের সেনাবাহিনীকে আর আফগানিস্তানের মাটিতে রাখতে চায় না। তারা খুঁজছে দেশে ফেরার পথ। সব বিবেচনায় আফাগনিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই এখন বড়ই অসহায়।

প্রেসিডেন্ট ওবামাকে হত্যা প্রচেষ্টায় অভিযুক্ত যুবকের নিজেকে যিশু দাবি

ইনকিলাব ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে হত্যা প্রচেষ্টায় জড়িত থাকার দায়ে ২১ বছর বয়সী এক যুবককে অভিযুক্ত করা হয়েছে। ওই যুবক নিজেকে আধুনিককালের যিশু বলে দাবি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক ডেইলি নিউজ জানিয়েছে, অস্কার রোমারিও ওরতেগা-হারনান্দেজ নামের এ যুবক ২০ মিনিটের একটি ভিডিও তৈরি করেছে যা অপরাহ উইনফ্রেকে তার শোতে প্রচার করার জন্য দিতে চেয়েছিল। ওই ভিডিওতে হারনান্দেজ বলেছে, আপনি দেখুন, এখনো ঈশ্বরের বাণী ব্যাখ্যার জন্য আমার অনেক প্রয়োজন রয়েছে। আমার চেহারা যিশুর মতো দেখতে-এটা কোনো কাকতালীয় ঘটনা নয়। সে আরো বলেছে, আমি হলাম আধুনিককালের যিশু যার জন্য আপনারা সবাই অপেক্ষা করছেন। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট।

গত বুধবার হারনান্দেজকে পেনসিলভিনিয়া থেকে আটক করা হয়। গত শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন হোয়াইট হাউজ লক্ষ্য করে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল দিয়ে হারনান্দেজ গুলি করেছিল বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। একে-৪৭ রাইফেল থেকে ছোঁড়া গুলির একটি হোয়াইট হাউজের একটি জানালায় লেগেছিল।

সিরিয়ার বিরোধীদের সঙ্গে আজ বৈঠক করবে ব্রিটেন

ইনকিলাব ডেস্ক: সিরিয়ার বিরোধী গ্রুপের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আজ (সোমবার) আলোচনা করবে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম হেগ। শনিবার ব্রিটেনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে একথা জানায়। আর এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে প্রধানমন্ত্রীর ডাউনিং স্ট্রিটের অফিসে। ওই বিবৃতিতে আরো জানানো হয়, আলোচনা অনুষ্ঠানের সমন্বয়ক হিসেবে একজন ফ্রান্সের প্রতিনিধি এবং লেবাননে নিযুক্ত সাবেক ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত উপস্থিত থাকবেন। সিরিয়ার গণতান্ত্রিক পরিবর্তনকে সামনে রেখে এবং দেশটির বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে কী করণীয় সে বিষয়ে আলোচনা হবে বলেও জানায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। এদিকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ক্ষমতাসীন বাথ পার্টির একটি ভবনে অন্তত দুটি রকেট চালিত গ্রেনেড হামলা হয়েছে। গতকাল (রোববার) ভোররাতে এ হামলা চালানো হয়। আক্রান্ত ভবনটি বাথ পার্টির দামেস্ক শাখার কার্যালয় বলে জানায় এক প্রত্যক্ষদর্শী। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ব্যক্তি বলেন, ভবনটি পুলিশ ঘিরে রেখেছে। তবে আমি ভবনটি থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছি আর অগ্নিনির্বাপনের গাড়িগুলোও সেখানে ছিল। ভোরের একটু আগে আক্রমণটি চালানো হয়, তখন ভবনটিতে কেউ ছিল না। সূত্র: এএফপি, রয়টার্স ও ইন্টারনেট।

ভারতের সাবেক টেলিকম মন্ত্রী সুখরামের ৫ বছরের জেল

নজিরবিহীন ভাবে প্রাক্তন মন্ত্রীকে রোহিনী আদালত চত্বরে নিগৃহীত হতে হলো

ইনকিলাব ডেস্ক : গত শনিবার দিল্লির বিশেষ আদালত পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল দেড় দশকের পুরনো টেলিকম দুর্নীতিতে অভিযুক্ত ভারতের সাবেক টেলিকম মন্ত্রী সুখরামকে। নিজের বয়স এবং অসুস্থতার জন্য সশ্রম কারাদণ্ডের কঠিন সাজা থেকে রেহাই চেয়েছিলেন হিমাচল প্রদেশের এই কংগ্রেস নেতা। কিন্তু এদিন দিল্লির বিশেষ আদালতের বিচারক আরপি পাণ্ডে ৮৬ বছরের সুখরামকে সেই আবেদন নাকচ করে

দিয়েছেন। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট।

১৯৯৬ সালের টেলিকম কেলেঙ্কারির মামলায় গত শুক্রবার দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন নরসিংহ রাও ক্যাবিনেটের টেলি-যোগাযোগমন্ত্রী সুখরামকে। সিবিআই'র তরফে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে অপরাধপ্রবণ বলে চিহ্নিত করা হয়। উল্লেখ্য, এর আগে ২০০২ সালে অন্য একটি দুর্নীতি মামলায় তিন বছরের কারাদণ্ডের সাজা হয়েছিল তিন বার লোকসভা ও পাঁচবার বিধানসভা ভোটে জয়ী এই নেতার। ১৯৯৬ সালে নরসিংহ রাও ক্যাবিনেটের টেলি-যোগাযোগমন্ত্রী থাকাকালীন হরিয়ানা টেলিকম লিমিটেড নামে একটি বেসরকারি সংস্থাকে নিয়ম ভেঙে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রচুর ক্যাবল সরবরাহের বরাত পাইয়ে দিয়েছিলেন সুখরাম। আর বিনা টেন্ডারে ৩০ কোটি টাকার বরাত বণ্টনের বিনিময়ে তিনি নিজে ৩ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন তিনি।

সিবিআই তল্লাশি চালিয়ে সুখরামের বাড়ি থেকে ওই টাকা উদ্ধার করেছে। এরপর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হয় তাকে। দুর্নীতির দায়ে সিবিআই সুখরাম এবং হরিয়ানা টেলিফোন লিমিটেডের কর্ণধার দেবেন্দ্র সিংহ চৌধুরীকে গ্রেফতার করে। তবে বিচার চলাকালীন অবশ্য বার্ধক্যজনিত রোগে মারা যান দেবেন্দ্র সিংহ চৌধুরী। এদিকে নজিরবিহীন ভাবে প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী সুখরামকে রোহিনী আদালত চত্বরে নিগৃহীত হতে হলো। দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত হয়ে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের শাস্তি শোনার পর সুখরাম যখন নিরাপত্তার বেষ্টনিতে যখন আদালত ছাড়ছেন তখন তাকে আক্রমণ করতে যান হরবিন্দর সিং নামে এক ব্যক্তি। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুয়ায়ী হরবিন্দরের হাতে কোনো অস্ত্র ছিল না। তিনি সুখরামের ওপর হঠাৎ চড়াও হন। সবাইকে হতচকিত করে এলোপাথাড়ি কিল, চড়, ঘুসি চালিয়েই নরসিংহ রাও আমলের টেলিকম মন্ত্রীকে প্রহার করেন। পুলিশ তৎক্ষণাৎ হরবিন্দরকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে সরকারি সূত্রের খবর, তিহার জেলে সুখরামকে টু জি স্পেকট্রাম কাণ্ডে অভিযুক্ত প্রাক্তন টেলিকম মন্ত্রী এ রাজার পাশের সেলেই রাখা হবে।

জোহানেসবার্গে সত্যাগ্রহ হাউস

ইনকিলাব ডেস্ক : উপমহাদেশে অহিংস আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী তার জীবনের একটি সময় দক্ষিণ আফ্রিকায় কাটিয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গের যে বাড়িটিতে তিনি কিছুদিন ছিলেন, সম্প্রতি তার জীবন-দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সেখানে সত্যাগ্রহ হাউস নামে একটি জাদুঘর স্থাপিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে জাদুঘরটি দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। প্রায় দুই বছর আগে ফ্রান্সের ট্রাভেল কোম্পানি ভয়েজারস দ্য মনদে ওই বাড়িটি কিনে সেখানে হোটেল স্থাপন করে। পরে হোটেলের পাশাপাশি তারা বাড়িটিতে গান্ধীর স্মরণে জাদুঘরও গড়ে তোলে। জাদুঘরটি সাজাতে তারা স্থানীয় ইতিহাসবিদদের সহায়তা নেন। সেখানে গান্ধীর স্মৃতিবিজড়িত বিভিন্ন স্মারক রাখা হয়েছে। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট। ভয়েজারস দ্য মনদের প্রধান নির্বাহী জে ফ্রানকোসিস রিয়াল বলেন, জাদুঘরটিতে মহাত্মা গান্ধীর বর্ণবাদবিরোধী, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং অহিংসার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। গান্ধীর স্মরণে জাদুঘর স্থাপন প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, যারা দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীর জীবন সম্পর্কে আরও বেশি জানতে আগ্রহী, এই জাদুঘরটি তাদের জন্যই।

চীন-মার্কিন সম্পর্ক জটিল পর্যায়ে : হোয়াইট হাউজ

ইনকিলাব ডেস্ক : চীনের সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক জটিল পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি জোরদারের ঘোষণা এবং দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অযথাচিত কথা বলার কারণে দু'দেশের সম্পর্ক ক্রমশ আরও কঠিন হয়ে উঠছে। চীনা প্রধানমন্ত্রী ওয়েন জিয়াবাও এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার মধ্যে গত শনিবার অনানুষ্ঠানিক বৈঠক হওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা টম ডোনিলন এ সব কথা জানিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক সহযোগিতা পরিষদ বা আসিয়ানের শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে দু'নেতা ওই বৈঠকে বসেন। এ সম্পর্কে ডোনিলন বলেন, বৈঠকে দু'নেতা মূলত অর্থনৈতিক ইস্যুতে কথা বলেছেন। এ সময় চীনা মুদ্রা ইউয়ানের ওপর বেইজিংয়ের নিয়ন্ত্রণ আরোপের বিষয়ে বারাক ওবামা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এ ছাড়া, দক্ষিণ চীন সাগর নিয়েও দু'নেতার মধ্যে কথা হয়েছে। ডোনিলন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র আঞ্চলিক সমস্যা নিয়ে বিচারকের ভূমিকায় নামতে চাইছে না। তবে, দক্ষিণ চীন সাগরে জাহাজ

চলাচলের পথ উন্মুক্ত রাখার ওপর জোর দিচ্ছে। তিনি দাবি করেন, দক্ষিণ চীন সাগর ইস্যুতে মার্কিন সরকার কোনো পক্ষ নেবে না। এ ইস্যুতে না জড়ানোর জন্য শুক্রবার চীনা প্রধানমন্ত্রী জিয়াবাও পরোক্ষভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হুমকি দিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ইস্যুতে সরাসরি জড়িত দেশগুলোর মধ্যে আলোচনা হওয়া উচিত। বাইরের কোনো শক্তিকে এ ঘটনায় জড়িত হওয়া ঠিক হবে না। দক্ষিণ চীন সাগর দিয়ে বছরে প্রায় পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য হয়। হাওয়াই দ্বীপে এপেকের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান এবং অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে ওবামা আসিয়ানের সম্মেলনে যোগ দিতে ইন্দোনেশিয়ায় যান। এ সব সফরের সময় ওবামা এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন বাহিনীর উপস্থিতি জোরদার এবং অস্ট্রেলিয়ায় নতুন করে সেনা মোতায়েনের কথা বলেছেন। এর ফলে চীনের সঙ্গে মার্কিন সম্পর্ক হঠাৎ করেই তেঁতে উঠেছে। সূত্র : এএফপি ও ইন্টারনেট।

নরওয়ের রাজনীতিকদের হত্যার পরিকল্পনা ছিল ব্রেইভিকের

ইনকিলাব ডেস্ক : নরওয়ের ক্ষমতাসীন লেবার পার্টির তিনজন নেতাকে হত্যার পরিকল্পনা করার কথা স্বীকার করেছে উটোয়া দ্বীপে গণহত্যার হোতা এন্ডারস বেহরিং ব্রেইভিক। গত জুলাইয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ৭৭ জন মানুষ হত্যাকারী ব্রেইভিক গত শুক্রবার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের সময় এই পরিকল্পনার কথা স্বীকার করেছে।

হত্যা পরিকল্পনার তালিকায় রয়েছেন, লেবার পার্টির গ্রো হার্লেম ব্রান্ডটল্যান্ড, জোনাস গার স্টোয়ের এবং এস্কিল পেডারসেন। তাদের মেরে ফেলার আগে পাঠ করার জন্য একটি বিবৃতি ব্রেইভিক মুখস্ত এবং রেকর্ড করে রেখেছিল বলে জানিয়েছে নরওয়ের একটি সংবাদ মাধ্যম। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট।

জানা যায়, ব্রেইভিক পুলিশের কাছে আরও স্বীকার করেছে, সে একজন পুলিশ অফিসারের ছদ্মবেশে একটি গাড়িতে বোমা পেতে রাখে। নরওয়ের রাজধানী ওসলোতে গত ২২ জুলাই সরকারি অফিসের কাছে ওই বোমা বিস্ফোরণে ৮ জন মানুষ নিহত হয়। এরপর সে গাড়ি চালিয়ে উটোয়া দ্বীপে যায় এবং সেখানে অনুষ্ঠিত লেবার পার্টির গ্রীষ্মকালীন যুব ক্যাম্পে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৬৯ জন মানুষকে হত্যা করে। নিহতদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল কম বয়সী। এছাড়া এই ঘটনায় সেখানে ১৫১ জন মানুষ আহত হয়। ঘটনার শেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর সে বলে, নরওয়েকে মুসলিম এবং বহুসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য এই হামলার প্রয়োজন ছিল। এদিকে, ব্রেইভিককে জিজ্ঞাসাবাদের তথ্য গণমাধ্যমে ফাঁস হওয়ার ঘটনায় বিব্রত নরওয়ের পুলিশ। তারা এর রহস্য উদঘাটনে তদন্ত চালাচ্ছে।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সউদি রাষ্ট্রদূতকে হত্যা প্রচেষ্টার নিন্দা জাতিসংঘের

ইনকিলাব ডেস্ক : জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সউদি রাষ্ট্রদূতকে হত্যা প্রচেষ্টার নিন্দা জানিয়েছে। গত শুক্রবার সাধারণ পরিষদে পাস হওয়া এক প্রস্তাবে ওই হত্যা প্রচেষ্টার জন্য ইরানকে দায়ী করা হয়নি। তবে ইরানকে কূটনীতিকদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র গত মাসে কোন দলিল-প্রমাণ ছাড়াই অভিযোগ করে, ইরান ওয়াশিংটনে নিযুক্ত সউদি রাষ্ট্রদূত আদেল আল জুবায়েরকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়েছে। তেহরান তাৎক্ষণিকভাবে ওই অভিযোগ হাস্যকর বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট।

এদিকে, ইরানের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আহমাদিনেজাদ গত ১৬ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে বলেন, গুপ্তহত্যা অসভ্য লোকদের কাজ এবং এ ধরনের ঘৃণ্য কাজ করার প্রয়োজন তার দেশের নেই। এ ছাড়া, ওই ভিত্তিহীন অভিযোগ আনার জন্য ইরান গত ১২ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের কাছে অভিযোগও দায়ের করে।

ওবামাকে আশ্বস্ত করলেন মনমোহন

মার্কিন ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করেই ভারতে পরমাণু চুক্তি বাস্তবায়িত হবে

ইনকিলাব ডেস্ক : নিজের দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরমাণু চুল্লী ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষাকারী বিধি প্রকাশের মাত্র একদিন পরেই খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করে ভারতজোড়া আশঙ্কাকে গত শুক্রবার আরেকবার সত্যি প্রমাণিত করলেন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এ দিন ওবামার সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে পরমাণু চুক্তির বাস্তবায়ন নিয়ে বিশেষত ভারতীয় সংসদে পাস হওয়া পরমাণু দায়বদ্ধতা বিলের ব্যাপারে মার্কিন উদ্বেগ দূর করার চেষ্টা চালান মনমোহন। মার্কিন ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষা করেই যে ভারতে পরমাণু চুক্তি রূপায়িত হবে এবং এই লক্ষ্যেই যে গত বুধবার ভারত সরকার পরমাণু দায়বদ্ধতা বিলের বিধি প্রকাশ করেছে, তাও এদিন ওবামাকে জানিয়ে দেন তিনি। সূত্র : ইন্টারনেট ওয়েবসাইট। আসিয়ান এবং পূর্ব এশীয় শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে এক ঘণ্টারও বেশি সময় রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন ওবামা এবং মনমোহন। পরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নিজেই সাংবাদিকদের জানান, মার্কিন কোম্পানিগুলোর উদ্বেগে সাড়া দিয়ে আমরা ইতোমধ্যেই অনেকটা করেছি। ভারতীয় আইনের চৌহদ্দির মধ্যেই আমরা ওদের বিশেষ বিশেষ উদ্বেগের কারণগুলোও মেটাতে পারবো। তিনি আরও বলেন, আমরা যে এ ব্যাপারে একটি আইন বানাচ্ছি, তাও ব্যাখ্যা করে জানিয়েছি ওবামাকে।

১২ ডিসেম্বর হাওয়াইতে বসছে এপেক সম্মেলন

ইনকিলাব ডেস্ক : জি-২০ নেতাদের শীর্ষ সম্মেলন সম্প্রতি ফ্রান্সের কানে শেষ হওয়ার পর আগামী মাসে হতে যাচ্ছে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা বা এপেকের বার্ষিক সম্মেলন। যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াইতে আগামী ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর এপেক নেতাদের উনিশতম সম্মেলন শুরু হবে। চীনের প্রেসিডেন্ট হু জিন তাও, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভসহ ২১টি সদস্য দেশের নেতা অথবা প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। এবারের সম্মেলনে বর্তমান বিশ্বের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে। চীনের সমাজ বিজ্ঞান একাডেমির এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল বিষয়ক গবেষণাগারের অধ্যাপক সেন মিন হুয়ে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং বৈশ্বিক অর্থনীতির পুনরুদ্ধারের আশ্বাস চাঙ্গা করে তোলা এবারের সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি মনে করেন, বর্তমানে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি ধীর। সুত্র : ইন্টারনেট

xxxxxxxxxxxxx